অতি বিপদাপন্ন দেশগুলোর হতাশা এবং পরিবেশ দূষণকারীদের স্বার্থেরই প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশকে অবশ্যই নিজ উদ্যোগে ও সক্ষমতায় দীর্ঘমেয়াদী অভিযোজন পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে

কপ-২৫ জলবায়ু সম্মেলন ও বৈশ্বিক অংশগ্রহন

বিশ্বের প্রায় ১৯৫টি দেশের সরকারি প্রতিনিধি, জলবায়ু বিশেষজ্ঞ, উন্নয়ন কর্মী , প্রচারকারী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে স্পেনের মাদ্রিদ শহরে ২৫-তম কপ (COP-Conference of the Parties) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের কপ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো প্যারিস চুক্তি (২০১৫ সালে কপ-২১ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে গৃহীত সর্বসম্মত বৈশ্বিক দলিল) বাস্তবায়নের উদ্যোগ ও বাস্তবায়ণ প্রক্রিয়াসমুহ চুড়ান্ত করার মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রশমন করা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করা। সর্বপোরি অধিক বিপাদপন্ন দেশগুলোর (Most Vulnerable Countries-MVCs) জন্য কিভাবে সহযোগীতা নিশ্চিত করা যায় তার একটি কর্মকাঠামো প্রনয়ন এবং বৈশ্বিক সমর্থন নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে কপ-২৫ জলবায়ু সম্মেলনে আমাদের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

১. আলোচনা এবং সমঝোতার মূল বিষয়সমূহ

সম্মেলনে অনেক বিষয়াবলী আলাপ-আলোচনার জন্য নির্ধারিত এবং আলোচনা হলেও প্রধান সমঝোতার বিষয়সমূহ ছিল ২০২০ পূর্ববর্তী সময়ে গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের বর্ধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন, কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সকল দেশগুলো একটা ঐক্যমতে পৌছানো। কারন এটা ২০১২ পরবর্তী কিয়োটো প্রটোকল (Kyoto Protocol) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ধনী দেশসমুহের ঐতিহাসিক দায় দায়ীত্বের (Historical Responsibility) বিষয়সমুহকে যেমন নিশ্চিত করবে পাশাপাশি ২০২০ পরবর্তী প্যারিস চুক্তি পরবর্তী জলবায়ু কার্যক্রম বাস্তবায়নেরও একটি সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এ ছাড়াও স্বল্পন্নোত এবং অধিক বিপাদপন্ন (MVCs) দেশসমুহের প্রধান আলোচনা ও প্রত্যাশার বিষয় ছিল দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন এবং ক্ষয়-ক্ষতি ব্যবস্থাপনায় WIM এর (Warsaw International Mechanism) পর্যালোচনা এবং পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা নিশ্চিত করা। প্যারিস চুক্তির "ধারা-০৬" অর্থাৎ গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস বা প্রশমন কর্মসুচী বাস্তবায়নে এবং NDC অর্জনের ক্ষেত্রে বাজার ভিত্তিক (Market Mechanism) আন্তর্জাতিক সহযোগীতা এবং বাজার বহির্ভূত (Non-Market Mechanism) আন্তর্জাতিক সহযোগীতার কাঠামো ও প্রক্রিয়াসমুহ নির্ধারন করাও এই সম্মেলনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ন উদ্দেশ্য ছিল। কারণ বাজার ব্যবস্থাপনার কাঠামোতে বিভিন্ন উন্নত ও ধনী দেশগুলোর প্রত্যাশিত নির্গমন কমানোর প্রতিশ্রুতি (NDC-Nationally Determined Contributions) ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অনেকাংশেই নির্ভর করবে অধিক বিপদাপন্ন ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উপর। সুতরাং NDC অর্জন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগীতার ক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত বাজার ব্যবস্থার রূপরেখার প্রয়োজন, অন্যথায় MVCs এবং স্বল্পন্নোত দেশগুলোর (LDCs) স্বার্থ ব্যাহত হওয়ার আশংকা থাকতে পারে।

২. আলোচনা ও সমঝোতা থেকে প্রত্যাশিত ফলাফল

গত ০২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া এবং ১৫ ডিসেম্বর'১৯ এ শেষ হওয়া মাদ্রিদের সম্মেলনকে এখন পর্যন্ত দীর্ঘতম কপ হিসেবে অনেকেই প্রশংসা করার পাশাপাশি সমালোচনাও করেছেন। এটি কেবলমাত্র কয়েকটি সিদ্ধান্ত যেমন পরবর্তী সম্মেলন ২০২০ সালে করা এবং এর জন্য এজেন্ডা নির্ধারণ করা ও গ্রহণের মাধ্যমেই শেষ হয়েছে। এধরনের সিদ্ধান্তসমুহ আসলে প্রক্রিয়াগত, কারন বেশীরভাগ এবং প্রধান প্রত্যাশিত আলোচনার বিষয়সমূহ মূলত: পরবর্তী কপ-২৬ সম্মেলনের (২০২০ সালে অনুষ্ঠিতব্য) দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছ। বিশেষ করে দীর্ঘমোদী অর্থায়ন, WIM এর পর্যালোচনা ক্ষয়-ক্ষতি (Loss & Damage) বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন, প্যারিস চুক্তির "ধারা-০৬ এর বাস্তবায়ন কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে ধনী এবং অধিক বিপদাপন্ন দেশসমুহের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ ও বিভাজন সৃষ্টি হওয়ার ফলে উক্ত সম্মেলন কোন প্রত্যাশিত ফলাফল দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আমরা আমাদের পর্যবেক্ষনে কপ সম্মেলনের সমঝোতা বিষয়সমুহকে কেন্দ্র করে ধনী ও স্বল্পোন্নত দেশসমুহের বিরোধ ও বিতর্কের চিত্রসমুহ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি;

৩. বর্ধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন: ধনী ও স্বল্পোন্নত দেশসমুহের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ এবং অযৌক্তিক চাপ সৃষ্টি

আলোচনায় দেখা যায় ধনী দেশগুলো স্বল্পোন্নত ও বিপদাপন্ন দেশসমুহের মধ্যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা হ্রাসে গ্রীন হাউস গ্যাস (Green House Gases-GHG) নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করার বিষয়ে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। কারন বৈশ্বিক তাপমাত্রা হ্রাসের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রশমন কর্মসুচি বা GHG নির্গমন হ্রাসের বিষয়টিই সম্পৃক্ত নয় বরং এর সাথে জড়িয়ে আছে অভিযোজন কর্মসুচি যেগুলো ধনী দেশসমুহ মানতে নারাজ এবং একপ্রকার অস্বীকার করার চেষ্টা। কারন ধনী দেশগুলো বৈশ্বিক তাপমাত্রা হ্রাসের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রশমন কর্মসুচি বা GHG নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যটিকেই সামনে আনার চেষ্টা করেছে এবং তা বৃদ্ধি করার জন্য স্বল্পোন্নত ও বিপদাপন্ন দেশগুলোর উপর অযৌক্তিক চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এটা অর্জন করতে হলে স্বল্পোন্নত ও বিপদাপন্ন দেশসমুহের জন্য অর্থায়ন, প্রযুক্তি এবং অভিযোজন কর্মসুচিও যে অতি জরুরী বিষয় সেগুলোকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা ধনী দেশগুলোর মধ্যে দেখা গেছে। অবশ্য

স্বল্পোন্নত দেশ (LDCs & MVCs) এক্ষেত্রে ধনী দেশগুলোর উপর প্রশমন-অভিযোজন উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় অর্থায়ন, প্রযুক্তি নিশ্চিত করার জন্য চাপ প্রয়োগ করলেও বিষয়টিতে কোন প্রকার অগ্রগতি না হওয়ার তারা তাদের হতাশা প্রকাশ করে।

দ্বীতিয়ত: ধনী দেশগুলো MVCs এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর স্বচ্ছতা (Transparency) শব্দটির ব্যবহার ও প্রয়োগ করার চেষ্টা করে এবং তার অধীনে তাদের প্রশমন সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অধিকতর রিপোর্টিং বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করার জন্য চাপ প্রয়োগ করলেও এক্ষেত্রে যে অর্থায়ন দরকার তার কোন দায়বদ্ধতা ধনী দেশগুলোর মধ্যে দেখা যায়নি।

তৃতীয়ত: বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনে ধনী দেশগুলো এ পর্যন্ত যে স্ব-প্রনোদিত লক্ষ্যমাত্রা বা NDC নির্ধারন করেছে এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে অধিকতর লক্ষ্য নির্ধারনের যে কথা প্রতশ্রুতি দিচ্ছে তা আসলে এক প্রকার ফাকা আওয়াজ বলে LDCs & MVCs দেশগুলো সমালোচনা করে। কারন এসকল ধনী দেশগুলো তাদের নিজেদের দেশসমুহে (আমেরকা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল এসকল দেশ) তেমন কোন প্রকার অগ্রগতি দেখাতে পারে নাই এবং তাদের এই প্রতিশ্রুতি আসলে জনতুষ্টি অর্জনের চেষ্টা মাত্র বরং তারা জ্বীবাশ্ম জ্বালানী ভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর স্বার্থ রক্ষায় কপে ভূমিকা রাখছে যা আসলে কপ এর মূল উদ্দেশ্য এবং বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন কৌশলের সাথে বিরোধপুর্ন পাশাপাশি LDCs & MVCs দেশগুলোর স্বার্থকেই দুর্বল ও ব্যাহত করার অপচেষ্টা।

চতুর্থত: LDCs & MVCs দেশগুলো কপ আলোচনা ও প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে CBDR নীতিটিকে (CBDR-Common But Differentiated Responsibilities) সামনে নিয়ে আসার জন্য পুনরায় চেষ্টা করেছে এবং বলার চেষ্টা করেছে যে, প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়ন শুধুমাত্র প্রশমন কেন্দ্রিক হতে পারে না এবং এখানে অর্থনৈতিক বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা, প্রযুক্তি সম্পর্কে মতামত বিনিময় ও সহযোগীতার বিষয়টি সমর্থন করা এবং সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দায় স্বীকার করে ধনী দেশগুলোকে ২০২০ পুর্ববর্তী সময়ের জন্য GHG নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্য এবং কর্মসুচি বাস্তবায়ন করতে হবে এবং একই সাথে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রশমন ও অভিযোজনকে সমান গুরুত্ব দিয়ে ধনী দেশগুলোকে অর্থ-প্রযুক্তি-সক্ষমতা ও স্বচ্ছতা সব ক্ষেত্রেই প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করতে হবে।

৪. দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নঃ ধনী ও দায়ী দেশগুলো তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে এবং সফল হয়েছে

কপ ২৫ আলোচনার অন্যতম এবং বহুল প্রত্যাশিত বিষয় ছিল প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে ধনী দেশসমুহ কতৃক দীর্ঘমেয়াদ অর্থায়ন নিশ্চিত করা। কারন অর্থায়ন ছাড়া LDCs & MVCs দেশগুলোর পক্ষে তাদের প্রতিশ্রুত NDC বা প্রশমন এবং অভিযোজন কোন লক্ষ্যেরই কাংখিত অর্জন সম্ভব নয়। যার কারনে অংশগ্রহনকারী দেশগুলোর মধ্যে অর্থায়ন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা গুরুত্ব পায়। কিন্তু ধনী দেশগুলো বিশেষ করে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া কানাডা, জাপান এসকল দেশসমুহের বিরোধীতার কারনে শেষ পর্যন্ত সমাপ্তি অধিবেশনে কপ প্রেসিডেন্সী দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের বিষয়টিকে ২০২০ সালে অনুষ্ঠিতব্য কপ সম্মেলনে আলোচ্যসুচি হিসাবে স্থানান্তর করে দেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, অর্থায়ন বিষয়ক আলোচনা ধনী ও LDCs & MVCs দেশগুলোর মধ্যে প্রধান মতবিরোধ ছিল প্যারিস চুক্তির মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে কি হবে না। ধনী দেশগুলো বলার চেষ্টা করেছে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন প্রতিশ্রুতিটি আসলে ২০২০ সাল পুর্ববতী সময়ের জন্য এবং প্যারিস চুক্তির সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই। প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র "অর্থায়ন" এই আলোচ্যসুচি নির্ধারনের মাধ্যমে আলোচনা হতে পারে কিন্তু কোন প্রকার দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন আলোচনা নয়। অন্যদিকে LDCs & MVCs দেশগুলো প্রেসিডেন্সি কতৃক দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন বিষয়ে খসড়া সিদ্ধান্ত বা টেক্সট এর "প্যারা -১৩" কে [জলবায়ু অর্থায়নের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে য়াওয়ার সিদ্ধান্ত] রেফারেন্স হিসাবে আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসেন এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন আলোচনার দাবী করেন। য়ার ফলে আলোচনা চালিয়ে যাবে কিনা তা নিয়ে ধনী এবং LDCs & MVCs দেশগুলোর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ধনী দেশগুলো খসড়া সিদ্ধান্তে অনুসৃত প্যারা-১৩ এর আলোকে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন নিয়ে আলোচনা করতে অস্বীকার করে। এক্ষেত্রে যেহেতু কোন প্রকার সিদ্ধান্ত নেওয়া কপ প্রেসিডেন্সির পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না এবং সার্বিক পরিস্থতি বিবেচনা করে তিনি কপ কার্যবিধির ১৬ নাম্বার ধারা প্রয়োগ করেন যেখানে বলা হয়েছে, যদি কোন এজেন্ডা বা আলোচনা অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হিসেবে না আসে, তবে সেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী সাধারণ অধিবেশনে আলোচ্যসূচি বা এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যার মানে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের বিষয়টি কপ-২৬ এ আলোচনা জন্য উত্থাপিত হবে।

কপ সম্মেলনে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের বিষয়টি এভাবে উপেক্ষা করার ক্ষেত্রে ধনী দেশগুলোর এই ধরনের অসাধু প্রচেষ্টায় LDCs & MVCs দেশগুলো তাদের হতাশা প্রকাশ করেছে। এক্ষেত্রে LDCs & MVCs দেশসমুহ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং সমালোচনা করে এই বলে যে, উন্নত দেশগুলোর এই ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রতিশ্রুতি আসলে নামমাত্র ও মুখের কথা। এটি কেবলমাত্র বিপদাপন্ন এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মাধ্যমে শুধুমাত্র ধনী দেশগুলোর প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কৌশল ও স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা। কারন তারা আলোচনা করতে কোন প্রকার আগ্রহ দেখায়নি কীভাবে এবং কোথা হতে অর্থায়ন আসবে, কীভাবে বিপদাপন্ন এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের প্রশমন এবং অভিযোজন পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা হবে।

সর্বপোরি এটা আরো বেশি হতাশাজনক যখন ধনী দেশগুলো LDCs & MVCs দেশসমুহকে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে এবং কর্ম সম্পাদনে আরো বেশি পদক্ষেপে প্রত্যাশা করে এবং কর্মপ্রতিবেদনে (Reporting) আরো বেশি স্বচ্ছতা চায়। কিন্তু অভিযোজনের প্রশ্ন যখন আসে তখন LDCs & MVCs দেশসমুহকে তাদের নিজস্ব পকেট থেকে অর্থ প্রদান করতে বলে। ধনী দেশগুলোর এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী আসলে আমাদের জন্য আসলে এমনকি কপ সম্মেলনের জন্যও একটি দুর্ভাগ্যজনক বার্তা দিয়েছে যে, কপ সম্মেলন শুধুমাত্র প্রশমন-কেন্দ্রিক উচ্চাকাংখা নির্ধারনের জন্য, কোন প্রকার অর্থায়ন বা LDCs & MVCs দেশসমুহর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় এখানে আলোচনার চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না বা আলোচনা চলবে না।

৫. WIM পর্যালোচনা: ক্ষয়-ক্ষতি সঙ্কট সমাধানে LDCs & MVC দেশসমুহকে বঞ্চিত করার প্রয়াস

২০১৩ সালে (কপ-১৯) ক্ষয়-ক্ষতি (Loss and Damage-L&D) বিষয়টি নিয়ে WIM প্রতিষ্ঠার পর এ বছর অর্থাৎ কপ ২৫ সম্মেলনে WIM এর দ্বীতিয় পর্যালোচনা যেখানে আসলে ক্ষয়-ক্ষতি ব্যবস্থাপনায় স্বল্পোন্নত ও অতি বিপদাপন্ন দেশগুলোর জন্য একটি বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়ন কাঠামো প্রনয়নের বিষয়ে সকল দেশসমুহ একটা ঐকমতে পৌছবে এবং এর ফলে প্রকৃত অর্থেই মাঠ পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, অনেক বিতর্ক ও কাঠখড় পোড়ানোর পর WIM এর পর্যালোচনা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, কিন্তু LDCs & MVCs দেশসমুহের মূল দাবী ও আকাংখাসমুহ বিশেষ করে ধনী দেশগুলো থেকে অর্থ ও অন্যান্য বিষয়ে সহযোগীতার বিষয়ে যে শক্তিশালী প্রতিশ্রুতি পাওয়ার কথা ছিল সেসকল বিষয়ে ধোয়াঁশাই রয়ে গেছে। এখানে উল্লেখ্য যে এই পর্যালোচনার বিষয়টিও আসলে গৃহীত হয়েছে শুধুমাত্র LDCs & MVCs দেশসমুহ এবং জি-৭৭ গ্রুপের একতাবদ্ধ অবস্থানের কারনে, অন্যথায় এটাও অন্যান্য মূল বিষয়সমুহের সাথে অমীমাংসিত বিষয় হিসাবে পরবর্তী কপ এর আলোচ্যসুচি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতে পারত।

WIM এর দ্বীতিয় পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এখানে LDCs & MVCs দেশসমুহ এবং জি-৭৭ গ্রুপের একতাবদ্ধ অবস্থান ও প্রধান দাবীসমুহ ছিল, ক্ষয়-ক্ষতি ব্যবস্থাপনায় একটি বিশেষজ্ঞ গ্রুপ গঠন করা [এই গ্রুপটি ক্ষয়-ক্ষতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং সহযোগীতার ক্ষেত্রসমুহ চিহ্নিত করবে], টেকনিকাল ও কারিগরী পরামর্শের জন্য একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন, WIM এর পরিচালন কাঠামো (WIM Governance policy & Institutional Arrangement) এবং সর্বপোরি ধনী দেশগুলো জরুরী ভিত্তিতে অর্থায়ন নিশ্চিত করবে এবং এই অর্থায়ন হবে নতুন এবং সাধারন উন্নয়ন সহযোগীতার বাইরে এবং অতিরিক্ত। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বিশেষজ্ঞ গ্রুপ এবং নেটওয়ার্ক স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হলেও তা আসলে আংশিক এবং WIM এর পরিচালন কাঠামো ও ধনী দেশগুলো জরুরী ভিত্তিতে অর্থায়ন নিশ্চিত করার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তেই আসা সম্ভব হয় নাই। এই প্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞ গ্রুপ কাজ করলেও বাস্তবায়ন কতটা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে তা আসলে প্রশ্নসাপেক্ষ।

একথা বলা প্রয়োজন যে, প্রত্যাশিত ফলাফল পেতে আগামী কপ সম্মেলনে (কপ ২৬) অবশ্যই LDCs & MVCs দেশসমুহ এবং জি-৭৭ গ্রুপের একতাবদ্ধ অবস্থান ধরে রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে, WIM এর তৃতীয় পর্যালোচনা হবে ২০২৪ সালে। সুতরাং অমিমাংসিত বিষয়সমুহ নিয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছতে ব্যর্থ হলে ক্ষয়-ক্ষতি ব্যবস্থাপনা আরও পিছিয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে LDCs & MVCs দেশসমুহের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সুযোগ আরও সংকুচিত হবে বলে আমরা আশংকা করছি।

৬. প্যারিস চুক্তির ধারা ০৬ বাস্তবায়ন কৌশল প্রনয়ন: ধনী দেশগুলোর স্বার্থ সংরক্ষিত না হওয়ার সেটাও পিছিয়ে

আলাপ আলোচনার মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কিত এবং জটিল আলোচনাটি ছিল, প্যারিস চুক্তির "ধারা ৬" বা "Article 6" এবং এসংক্রান্ত নীতিমালা (Rulebook) প্রনয়ন বিষয় নিয়ে আলোচনা। "ধারা ০৬" এর মাধ্যমে গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস বা প্রশমন কর্মসুচী বাস্তবায়নে এবং NDC অর্জনের ক্ষেত্রে বাজার ভিত্তিক (Market Mechanism) আন্তর্জাতিক সহযোগীতা এবং বাজার বহির্ভূত (Non-Market Mechanism) আন্তর্জাতিক সহযোগীতার কাঠামো ও প্রক্রিয়াসমুহ নির্ধারন করাও এই সম্মেলনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ন উদ্দেশ্য ছিল। কারণ বাজার ব্যবস্থাপনার কাঠামোর মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নত ও ধনী দেশগুলোর প্রত্যাশিত নির্গমন কমানোর প্রতিশ্রুতি (NDC) ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অনেকাংশেই নির্ভর করবে অধিক বিপদাপন্ন ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উপর।

উল্লেখ্য যে Article 6 এর বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা এবং এর প্রধান বিরোধপূর্ন বিষয় অর্থায়ন ও সহযোগীতা, প্রশমন কর্মসুচীর হিসাব রক্ষন ও ব্যবস্থাপনা, দ্বৈত হিসাব রক্ষন পরিহারের কৌশল ও স্বচ্ছতা, প্রশমন কর্মসুচির ফলাফল স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থাপনার কাঠামো, সিডিএম (Clean evelopment Mechanism-CDM) বাস্তবায়ন ও সহযোগীতা কৌশল এবং সর্বপোরি কিয়োটো প্রটোকল (Kyoto Protocol) পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক দায় এবং সেক্ষত্রে NDC'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কৌশল নির্ধারনে ধনী ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে দায়ীত্বসমুহ (Differentiated Responsibilities) ইত্যাদি।

দুই সপ্তাহব্যাপী দীর্ঘ আলাপ আলোচনার ও বিতর্ক হলেও সম্মেলনের অংশগ্রহনকারী দেশসমুহ কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। কারন এখানেও ধনী দেশগুলো স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে কোন প্রকার ছাড় ও সহযোগীতা দিতে তাদের অনীহা। কারন এ ধরনের সমঝোতা আলোচনায় আসলে স্বল্পোন্নত ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশসমূহকে তাদের স্বার্থের বাইরে অথবা স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন নয় [অভিযোজন এবং প্রশমন অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরন] এমন সব কর্মকান্ড চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বীতিয়ত: আর্থিক ও কারিগরী সহযোগীতার

বিষয়টিও ধনী দেশগুলো এড়িয়ে গেছে এবং সেটাকে বাজরের সাথে যুক্ত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে যেটা LDCs & MVCs দেশসমুহের আর্থিক সামর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন নয়। সর্বপারি গ্রীন হাউস হ্রাসের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগীতার (Mitigation Outcome Transfer) বিষয়টি বৈশ্বিক সহযোগীতার দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রক্রিয়া থেকে সড়িয়ে এনে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগীতা হিসাবে বিষয় প্রতিষ্ঠিত করার জোড় অপচেষ্টা ধনী দেশগুলোর মধ্যে দেখা যায় যেটা আসলে LDCs & MVCs দেশসমুহের স্বার্থের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক।

সুতরাং বাজারভিত্তিক NDC বাস্তবায়ন এবং Mitigation Outcome স্থানান্তরের ক্ষেত্রে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা ও সমঝোতার বিষয়টিকে ভবিষ্যতেও বিরোধীতা করার প্রয়োজন রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে বিষয়টি অবশ্যই একটি বহু-পাক্ষিক এবং UNFCCC প্রক্রিয়ার মধ্যে সুনিদৃষ্ট করার পক্ষে সবার অবস্থান থাকতে হবে যেখানে অর্জিত প্রশমন কার্যের ফলাফল স্থানান্তর হতে পারে রাষ্ট্রের টেকসই লক্ষ্য অর্জনে সহায়তার পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বিষয়গুলো নিশ্চিত করে। কারন প্যারিস চুক্তির "ধারা ৬.৪ ও ৬.৮" এ এই কথাটিই পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে।

৭. কপ ফলাফলঃ বাংলাদেশের ভবিষ্যত উন্নয়ন কৌশল

আমরা মনে করি কপ এর ভবিষ্যতে আলোচনা থেকে LDCs & MVCs দেশসমুহের স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীন। কারন কপ সমঝোতার বিরোধপূর্ন বিষয়সমুহ খুবই জটিল এবং বিরোধপূর্ন হওয়ার আগামীতেও একটি গ্রহনযোগ্য বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত আসলে সম্ভব হবে কি না তা প্রশ্নসাপেক্ষ। এক্ষেত্রে বাংরাদেশের ভবিষ্যত উন্নয়ন কৌশল বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার বিষয়ে বাংলাদেশকে ভিন্নভাবে চিন্তা করতে হবে। আমরা মনে করি বাংলাদেশকে অবশ্যই তার দীর্ঘমেয়াদী অভিযোজন কৌশলকে প্রধান্য দিয়ে উন্নয়ন কৌশল ও পরিকল্পনার চিন্তা করতে হবে যার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সক্ষমতা ও টেকসই অর্জন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি। আমরা এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়কে সামনে নিয়ে আনার চেষ্টা করছি যেগুলো আমাদের উন্নয়ন কৌশল নির্ধারনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য হতে পারে;

প্রথমত: NDC'র ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ১০০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও বৈশ্বিক তাপমাত্রা হ্রাসে কোন প্রভাব ফেলবে না। যেহেতু ধনী এবং কিছু উন্নয়নশীল দেশও কার্বন উদগীরনের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত সুপারিশ অনুসারে গ্রীন হাউস গ্যাস হ্রাসের কোন লক্ষন আমরা দেখতে পাচ্ছি না, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অবশ্যই এর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা করতে হবে যা স্বল্পমেয়াদী অভিযোজন পরিকল্পনায় সম্ভব নয়।

দ্বীতিয়ত: সরকার দাতাদের সহযোগীতায় দেশের জন্য একটি অভিযোজন পরিকল্পনা (National Adaptation Plan-NAP) প্রনয়ন করার চেষ্টা করছে। তিন বছর চলে গেলেও যতটুকু জানা যায়, এর কাজ এখনোও শুরুই করতে পারেনি। তাছাড়া বাংলাদেশের বর্তমান অভিযোজন পরিকল্পনা যেটা করা হচ্ছে সেটা অনেকাংশেই গবেষণা এবং প্রমান সাপেক্ষ (Research & Evedence Based) কিনা এবং দাতা নির্ভর অভিযোজন পরিকল্পনা কতটা দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকবেলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন তা আসলে প্রশ্নসাপেক্ষ। সুতরাং সরকারকে অবশ্যই জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যত প্রক্ষেপন নিয়ে মৌলিক গবেষণা করতে হবে, প্রমান তৈরী করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী অভিযোজন কৌশল গ্রহনের জন্য চেষ্টা করতে হবে।

সর্বপোরি; এই NAP প্রনয়ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে মুলত; সবুজ জলবায়ু তহবিলের (GCF) অর্থায়নকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রনয়ন করা হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের ক্ষেত্রে ধনী দেশগুলোর বিরোধীতা করার মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে LDCs & MVCs দেশসমুহকে নিজেদের আয়ত্তে রাখা এবং তারা তা করবেই বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে এটা বলা যায় ভবিষ্যতে GCF এর অর্থায়ন হ্রাস পাওয়ার আশংকা রয়েছে এবং GCF এ অভিগম্যতার প্রক্রিয়াও অত্যন্ত জটিল। সুতরাং সে বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় বাংলাদেশকে তার নিজস্ব আর্থিক সক্ষমতায় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সৈয়দ আমিনুল হক- মোবাইল- +৮৮০১৭১৩ ৩২৮৮১৫,
ইমেইল- aminul@coastbd.net

আয়োজক সংগঠনসমুহঃ

এন অরগানাইজেশন ফর সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলড়মেন্ট (এওসেড), কোস্টাল এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল ট্রান্সফরমেশন (কোস্ট) ট্রাস্ট, কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশীপ (সিডিপি), ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুড (সিএসআরএল), সেন্টার ফর পারটিসিপেটরি রিসার্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিআরডি), বাংলাদেশ ক্লাইমেট জার্নালিষ্ট ফোরাম (বিসিজেএফ) এবং ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ (ইক্যুইটিবিডি)